তাওহীদ-বিষয়ক ৬০০-এরও অধিক
শিক্ষা-সংবলিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ

কিতাবুত তাওহীদ

[বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব (রহ.)

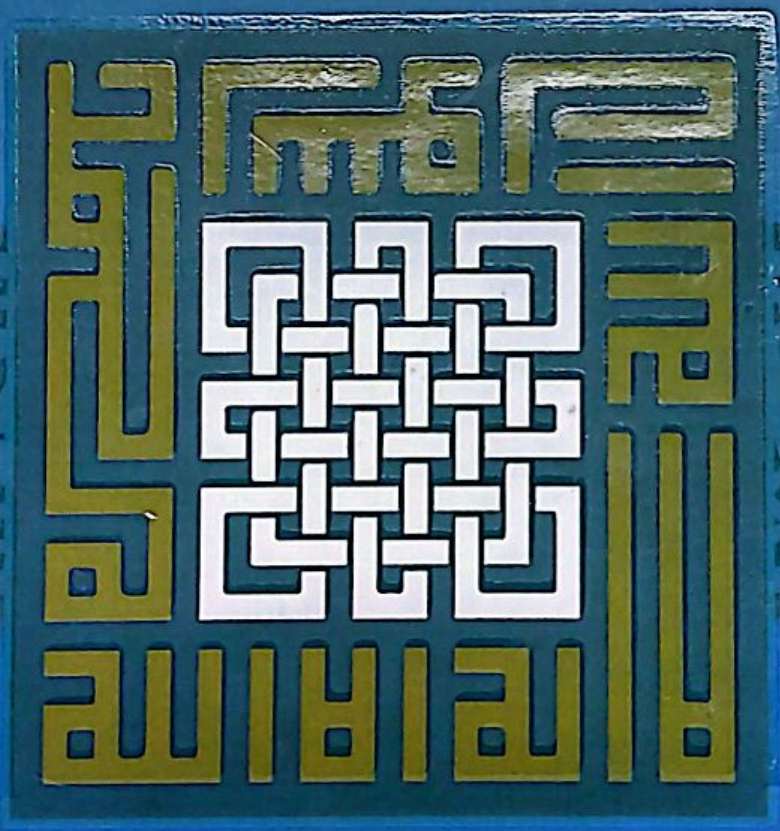

ভাষান্তর
এনামুল হক মাসউদ

তাওহীদ-বিষয়ক ৬০০-এরও অধিক শিক্ষা সংবলিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ

কিতাবুত তাওহীদ

[বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ]

মূল

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহি.

ভাষান্তর

এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা

মুফতি মাহমুদ হাসান

প্রকাশনায়

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙিনা]

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকের কথা	৯
অনুবাদকের কথা	১১
পারম্ভিক কথা ও কয়েকটি জরুরী পরিভাষা	২৫
লেখকের জীবনবৃত্তান্ত	৪১
জন্ম ও বংশ পরিচয়	৪১
শিক্ষা-দীক্ষা	৪১
তার যুগে আরবের দীনি ও সামাজিক অবস্থা	৪২
তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী	৪২
উচ্চশিক্ষা ও সফর	৪২
উয়াইনায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং দাওয়াতি কাজে মনোনিবেশ	৪৩
ব্যভিচারের হদ্দ (শাস্তি) কায়েম	৪৪
দিরিয়ায় হিজরত এবং দিরিয়ার আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সঊদের সাথে সাক্ষাত	৪৬
শাইখের দাওয়াতের নতুন যুগ	৪৮
শাইখের দাওয়াতের মূলনীতি	৫০
শাইখের বিরোধীতা ও তার উপর মিথ্যা অপবাদ	৫২
শাইখের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাব	৫৩
শাইখের দাওয়াতের ফলাফল	৫৫
শাইখের ছাত্রগণ	৫৬
শাইখের ইলমী খিদমত	৫৬
শাইখের মৃত্যু	৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-১
সকল ইবাদাতের মূলভিত্তি হল তাওহীদ..... ৫৮
ইবাদতের সংজ্ঞা..... ৫৮
তাগুতের সংজ্ঞা..... ৫৯
অধ্যায়-২
তাওহীদের মর্যাদা ও ফজিলত এবং তাওহীদ সকল
গোনাহকে মিটিয়ে দেওয়ার বর্ণনা..... ৮৬
অধ্যায়-৩
প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে..... ৭৪
অধ্যায়-৪
শিরকের প্রতি ভয়-ভীতি ৮১
অধ্যায়-৫
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বাক্ষ্যদানের প্রতি মানুষকে আহবান করা ৮৭
অধ্যায়-৬
তাওহীদ ও কালিমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর স্বাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা..... ৯৪
অধ্যায়-৭
রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূর করা কিংবা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে
আংটি কিংবা রিং, তাগা ও সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক.....১০১
অধ্যায়-৮
ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের বর্ণনা.....১১১
অধ্যায়-৯
কোন গাছ কিংবা পাথর ইত্যাদিকে বরকতময় মনে করা.....১১৭
অধ্যায়-১০
আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ করার বিধান ১২৯
অধ্যায়-১১
যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ করা হয়, সেখানে
আল্লাহ তা'আলার নামেও পশু যবেহ করা শরিয়ত সম্মত নয় ১৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-১২
গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত
অন্যের নামে নজর-মান্নত করা শিরক ১৪২
অধ্যায়-১৩
গাইরুল্লাহর তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক ১৪৫
অধ্যায়-১৪
গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট
ফরিয়াদ করা কিংবা দু'আ করা শিরক ১৪৮
অধ্যায়-১৫
অক্ষমকে ডাকা শিরক..... ১৫৬
অধ্যায়-১৬
ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী অবতরণের ভয়..... ১৬৪
অধ্যায়-১৭
শাফা'আত বা সুপারিশের বর্ণনা..... ১৭০
অধ্যায়-১৮
হিদায়াত দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ১৮১
অধ্যায়-১৯
মানবজাতির কুফরিতে লিপ্ত হওয়া এবং দীন থেকে দূরে সরার মূল
কারণ সৎ লোকদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ১৮৮
অধ্যায়-২০
কোন ওলী-আউলিয়ার কবরের পাশে বসে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতকারীর
ব্যাপারেই যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা, তাহলে স্বয়ং ঐ নেককার ব্যক্তির
উদ্দেশ্যে ইবাদতকারীর ব্যাপারে কী নির্দেশ আসতে পারে?..... ১৯৭
অধ্যায়-২১
বুযুর্গদের কবরসমূহের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান
প্রদর্শনের পরিণাম হলো শিরকে আকবর বা বড় শিরক ২০২
অধ্যায়-২২
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের
পূর্ণাঙ্গ হেফাজত এবং শিরকের সূচনার সকল পথের মূলোৎপাটন ২১১

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-২৩
উম্মতে মুহাম্মাদির কিছু সংখ্যক লোক মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া ২১৫
অধ্যায়-২৪
যাদুর বর্ণনা ২২৪
অধ্যায়-২৫
যাদুর প্রকারভেদ..... ২২৯
অধ্যায়-২৬
জ্যোতিষী ও গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবিদার ২৩৪
অধ্যায়-২৭
নুশরাহ তথা যাদু দিয়ে যাদুর চিকিৎসার নিষেধাজ্ঞা ২৩৯
অধ্যায়-২৮
অশুভ ও কুলক্ষণ সম্পর্কে ২৪২
অধ্যায়-২৯
জ্যোতির্বিদ্যার শার'ঈ বিধান ২৪৮
অধ্যায়-৩০
নক্ষত্ররাজির প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণের আকীদা ও বিশ্বাস ২৫২
অধ্যায়-৩১
আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালোবাসাই দীনের ভিত্তি ২৫৭
অধ্যায়-৩২
আল্লাহ তা'আলার ভয় ও ভীতি..... ২৬২
অধ্যায়-৩৩
একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা ২৬৭
অধ্যায়-৩৪
আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও (শাস্তি) থেকে নিজেকে
নিরাপদ মনে করা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া অনুচিত ২৭২
অধ্যায়-৩৫
আল্লাহ তা'আলার তাকদীর তথা
সিদ্ধান্তের উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ ২৭৬

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-৩৬
রিয়া তথা লৌকিকতা বা লোক দেখানো অত্যন্ত ঘৃণিত স্বভাব..... ২৮১
অধ্যায়-৩৭
মানুষ নিজের আমলের দ্বারা দুনিয়া
কামনা করাও এক প্রকার শিরক..... ২৮৫
অধ্যায়-৩৮
আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত বস্তুকে হারাম কিংবা
হারামকৃত বস্তুকে হালাল করার ব্যাপারে উলামা ও বড়দের
আনুগত্য করাই তাদেরকে রবের মর্যাদা প্রদানের শামিল..... ২৮৯
অধ্যায়-৩৯
আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ত্যাগ করে
অন্যের নিকট বিচার প্রার্থনাকারীর বিধান..... ২৯৩
অধ্যায়-৪০
তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত তথা
আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীসমূহ অস্বীকারের বিধান..... ২৯৯
অধ্যায়-৪১
আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের অস্বীকার করা কুফরী..... ৩০৪
অধ্যায়-৪২
আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরিকের কিছু সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত ৩০৯
অধ্যায়-৪৩
আল্লাহ তা'আলার নামে কসম করার উপর
সন্তুষ্ট না থাকা ব্যক্তির পরিণাম ৩১৫
অধ্যায়-৪৪
"যা আল্লাহ তা'আলা চান এবং আপনি চান" এ কথা বলার বিধান..... ৩১৭
অধ্যায়-৪৫
কাল বা যামানাকে গালি দেওয়া মূলত
আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দেওয়ার শামিল..... ৩২১

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-৪৬
নিজেকে শাহানশাহ ও রাজাধিরাজ ইত্যাদি
নামকরণের শারঈ নীতিমালা..... ৩২৪
অধ্যায়-৪৭
আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর গুণবাচক
নামসমূহের সম্মান প্রদর্শনে কারো নাম পরিবর্তন করা..... ৩২৬

অধ্যায়-৪৮
মহান আল্লাহ, পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
এবং ইসলামী পরিভাষাসমূহ নিয়ে উপহাসকারী ব্যক্তির বিধান..... ৩২৮
অধ্যায়-৪৯
আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহের শুকরিয়া আদায় করা..... ৩৩২
অধ্যায়-৫০
সন্তান লাভে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা ৩৩৯
অধ্যায়-৫১
আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহের বর্ণনা ৩৪৪
অধ্যায়-৫২
"আসসালামু আলাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর
শান্তি বর্ষিত হোক বলা নিষেধ..... ৩৪৮
অধ্যায়-৫৩
'হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে মাফ কর' বলার বিধান..... ৩৫০
অধ্যায়-৫৪
আমার গোলাম কিংবা আমার বান্দী বলা নিষেধ..... ৩৫৩
অধ্যায়-৫৫
আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে তথা আল্লাহর ওয়াস্তে
সাহায্যপ্রার্থীকে খালি হাতে না ফেরানো ৩৫৬
অধ্যায়-৫৬
আল্লাহ তা'আলার চেহারার উসীলা দিয়ে (আল্লাহর দোহাই দিয়ে)
একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না..... ৩৫৯

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-৫৭
কোন পেরেশানির পরে "যদি" শব্দ ব্যাবহার করা ৩৬০
অধ্যায়-৫৮
বাতাস এবং ঝড়ো হাওয়াকে গালি দেওয়া নিষেধ ৩৬৩
অধ্যায়-৫৯
আল্লাহ তা'আলার প্রতি খারাপ ধারণা করা নিষেধ..... ৩৬৫
অধ্যায়-৬০
তাকদীর অস্বীকারকারীদের বর্ণনা ৩৬৯
অধ্যায়-৬১
ছবি অঙ্কনকারী ও ভাস্কর্য নির্মাণকারী এবং
চিত্র শিল্পীদের ভয়াবহ পরিণাম ৩৭৪
অধ্যায়-৬২
অধিক পরিমাণে কসম করার ব্যাপারে শর'ঈ বিধান ৩৭৯
অধ্যায়-৬৩
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা ও জামানত দেওয়ার বিধান ৩৮৪
অধ্যায়-৬৪
আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম খাওয়া..... ৩৮৯
অধ্যায়-৬৫
আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির নিকট সুপারিশকারী বানানো যাবে না..... ৩৯২
অধ্যায়-৬৬
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক
তাওহীদের সংরক্ষণে ও শিরকের সকল উৎস ও ছিদ্রপথ বন্ধ করা..... ৩৯৪
অধ্যায়-৬৭
আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা ৩৯৭
পরিশিষ্ট .....
ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ: একটি দালীলিক বিশ্লেষণ ৪০৪
মূল প্রসঙ্গ.....৪১১
ঝাঁড়-ফুঁক..... ৪১৩

বিষয় পৃষ্ঠা

তাবিজ ৪২৬
তাবিজ কি শিরক? ৪৩৪
হাদিসে বর্ণিত তামীমা শব্দের অর্থ তাবিজ নয় ৪৩৬
তামীমা ও তাবিজ নাম দিক থেকেও ভিন্ন ৪৫৩
তামীমা ও তাবিজ সত্তাগতভাবেও ভিন্ন ৪৫৪
ইমাম মালেক রাহি ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি ৪৫৫
ইমাম আবু উবায়দ কাসিম .....
ইবনে সাল্লাম রাহি (মৃত্যুঃ ২২৪ হিজরী) ৪৫৭
ইমাম তহাবী রাহি (মৃত্যুঃ ৩২১ হিজরী) ৪৫৮
ইমাম বায়হাকী রাহি (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হিজরী) ৪৫৯
আল্লামা তূরবিশতী রাহি (মৃত্যুঃ ৬৬১ হিজরী) ৪৫৯
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহি (মৃত্যুঃ ৮৫৫ হিজরী) ৪৬০
আল্লামা কুরতুবী রাহি (মৃত্যুঃ ৬৭১ হিজরী) ৪৬০
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহি (মৃত্যুঃ ৭২৮ হিজরী) ৪৬১
আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহি (মৃত্যুঃ ৭৫১ হিজরী) ৪৬৩
ইমাম নববী রাহি (মৃত্যুঃ ৬৭৬ হিজরী) ৪৬৪
শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহি (মৃত্যুঃ ১১৭৬ হিজরী) ৪৬৫
প্রসিদ্ধ আহলে হাদিস আলেম মাওলানা সায়্যেদ সিদ্দীক
হাসান ভূপালী রাহি (মৃত্যুঃ ১৩০৭ হিজরী) ৪৬৫
পর্যালোচনা ৪৬৯
হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা ৪৭১
আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রাদিআল্লাহু-এর বর্ণনা ৪৭২
উকবা ইবনে আমের রাদিআল্লাহু আনহু-এর মত ৪৭৩
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু-এর মত ৪৭৩

পারম্ভিক কথা ও কয়েকটি জরুরী পরিভাষা

উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, উম্মাহর ইতিহাসে তাওহীদ বিষয়ক **'কিতাবুত তাওহীদ'** এর ন্যায় অসাধারণ কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত আর লেখা হয়নি। উম্মাহকে তাওহীদের দিকে আহবানকারী চমৎকার একটি গ্রন্থ এটি। যা বহু বছর যাবৎ উম্মাহকে বিশুদ্ধ তাওহীদের পথ প্রদর্শন করে আসছে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব রাহি. এই গ্রন্থে তাওহীদের সংজ্ঞা, তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ এবং তাওহীদের বিধি-বিধান, তাওহীদের ফজিলত ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তাওহীদ বিরুদ্ধ বিভিন্ন কার্যকলাপ ও এগুলো থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে শিরকের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ তথা শিরকে আকবর ও শিরকে আসগর এবং শিরকে খফি বা গোপন শিরক সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তাওহীদ সংরক্ষণের পথ ও পদ্ধতি এবং তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু এ বিষয়ের উপর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ তাই সম্মানিত পাঠকদের গ্রন্থটি অত্যন্ত মনযোগের সাথে ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা উচিত বলে আমি মনে করি। তাহলে অবশ্যই আপনি এ গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন এবং গ্রন্থটি থেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারবেন ইন-শা' আল্লাহ।

তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ

তাওহীদের অর্থ হলো: আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় হকসহ পৃথক করা। আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাগুণ আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারণ করা। অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলার কোন গুণ বা কর্মের মধ্যে শরীক না করা।

উলামায়ে কেরাম তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন:

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ: অর্থাৎ রব হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ তথা একাত্ববাদকে স্বীকার করা। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। যেমন: আসমান-যমীনের অধিপতী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে মেনে নেওয়া। রিজিকদাতা, সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং জীবন ও মৃত্যুদাতা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করে নেওয়া। এ সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। অতীতের অনেক কাফের সম্প্রদায়ও তাওহীদের এই প্রকারকে স্বীকার করতো। তখনকার মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকারের তাওহীদকে স্বীকার করতো। যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে—

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'বল, আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। সুতরাং তুমি বল তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'[১]

২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ: অর্থাৎ ইলাহ বা ইবাদতের যোগ্য ও হুকুমদাতা হিসেবে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করা। ইবাদতমূলক যতো কর্মকান্ড রয়েছে সকল কর্মকান্ড একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারণ করা। কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক না করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা। হুকুমদাতা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে মানা। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাংঘর্ষিক অন্য কারো হুকুম না মানা। যেমন: দু'আ করতে হলে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই দু'আ করা, ভয় শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই করা, আশা শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারেই করা। হুকুম ও হুকুমত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই মানা। ইরশাদ হচ্ছে—

---

১. ইউনুস: ৩১

অধ্যায়-১
সকল ইবাদাতের মূলভিত্তি হল তাওহীদ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আর জিন ও মানুষকে এইজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।"[১]

করবে।"[১]

আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। পূর্বসূরীগণ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ এর ব্যাখ্যা করেছেন الا ليوحدون এর দ্বারা। অর্থাৎ— আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার তাওহীদের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা দিবে। এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, সকল নবি-রাসূলদেরকে স্বীয় উম্মতকে তাওহীদ এবং ইবাদত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।

ইবাদতের সংজ্ঞা:

ইবাদতের অর্থের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনয় ও নম্রতা পাওয়া যায়। আর এর সাথে যখন মহব্বত ও এতা'আত তথা ভালোবাসা এবং আনুগত্যও শামিল হয়, তখন তা শরঈ ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। শরঈভাবে কারো

১.যারিয়াত: ৫৬

ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহের আশা ও শাস্তির ভয়ে তার সকল প্রকার বিধি-নিষেধ মেনে চলাকেই ইবাদত বলা হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহি. বলেন— মানুষের এমন সব বাহ্যিক ও গোপনীয় কথা এবং কাজ যা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয়, এমন সকল কথা ও কাজকে ইবাদত বলা হয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই জায়েয বা বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আর আমি প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।"[১]

এই আয়াতটি ইবাদত এবং তাওহীদের ব্যাখ্যা। এই আয়াত থেকে জানা গেল—যে আল্লাহ তা'আলা সকল নবি-রাসূলদেরকে এই দুই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করেছেন যে, হে লোক সকল! তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার গোলামী করো এবং তাগুতের গোলামী পরিত্যাগ করো। এটাকেই তাওহীদ বলে। এই আয়াতের প্রথম অংশ— اعْبُدُوا اللَّهَ-এর মধ্যে তাওহীদের প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি প্রদান এবং পরের অংশ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ এর মধ্যে শিরকের অস্বীকার করা হয়েছে।

তাগুতের সংজ্ঞা:

الطَّاغُوتَ এটা فعلون এর উজনে মাসদার। الطغيان থেকে উদ্‌ত। প্রত্যেক ঐ বস্তু যার উপাসনা, আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে মানুষ তার সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে, ঐগুলোকেই তাগুত বলা হয়।[২]

১.নাহল: ৩৬

২. তাগুতের বিস্তারিত সংজ্ঞা ও পরিচয় এই গ্রন্থের শুরুতে "পারম্ভিক কথা ও জরুরী কয়েকটি পরিভাষা" শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

তারপর আরো ইরশাদ করেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে–তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে।"[১]

এই আয়াতে ফায়সালা অর্থ নির্দেশ এবং ওসিয়ত। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এ কথার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ওসিয়ত করেছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। তাওহীদের কালিমা لا إله إلا الله তথা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই-এর অর্থও এটাই। এই আয়াত তাওহীদের ব্যাখ্যাকে পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট করেছে যে– একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা এবং কালিমা لا إله إلا الله কে ভালোভাবে বুঝে তা যথাযথ মানার নামই প্রকৃত তাওহীদ।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا

"তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।"[২]

এই আয়াত সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে। চাই তা শিরকে আকবার তথা বড় শিরক হোক কিংবা শিরকে আসগার তথা ছোট শিরক হোক অথবা শিরকে খফি তথা গোপন শিরক হোক। এই আয়াত থেকে এটাও জানা গেল যে, কোন ফেরেশতা, নবি, নেককার বা বুযুর্গ ব্যক্তি, পাথর, গাছ অথবা জিন ইত্যাদিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করার কোন প্রকার অনুমতি নাই। কেননা এগুলো সবই বস্তু বা সৃষ্টি।

অপর জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ

১.বনি ইসরাঈল: ২৩
২.নিসা: ৩৬

"বল, এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন শরীক করবে না।"[১]

এই আয়াতে الا تشركوا به شيئا এর পূর্বে وصاكم একটি শব্দ লুকায়িত আছে। যার অর্থ হলো—আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ওসিয়ত করেছেন অর্থাৎ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তার সাথে কোন বস্তুকে শরীক করো না। এখানে ওসিয়ত দ্বারা শরঈ ওসিয়ত উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার শরঈ ওসীয়তের উদ্দেশ্য হলো, তা অত্যাবশ্যক এবং জরুরী। এই আয়াতও পূর্বের আয়াতের ন্যায় তাওহীদের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোহরাঙ্কিত ওসিয়ত পাঠ করতে চায় সে যেন আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পাঠ করে নেয়—

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বলুন, এসো আমি তোমাদেরকে ঐ বস্তু পাঠ করে শোনাই যা তোমাদের রব তোমাদের উপর হারাম করেছেন:

১. তোমরা তার সাথে কোন বস্তুকে শরীক করবে না।

২. স্বীয় মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করবে।

৩. দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কেননা তোমাদেরকে এবং তাদেরকে আমিই রিযক দেই।

৪. অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- চাই তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে।

১.আন'আম: ১৫১